দামুড়হুদায় বিএনপি’র নেতা কর্মীদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন বাবু খাঁন

দামুড়হুদা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের বিএনপি’র নেতা কর্মীদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু।

আজ সোমবার দিনভর তিনি বিভিন্ন ইউনিয়ন ঘুরে দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
এসময় বাবু খাঁন বলেন, দেশের মানুষ ভালোভাবে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করতে পারেনি। দ্রব্য মুল্যের উর্ধগতির বাজারে যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেরেছে তাতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। ১ কেজি গরুর মাংসের দাম ৮০০ টাকা কিন্তু ১ কেজি কাঁচা মরিচের দাম ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা। দেশের সাধারণ মানুষ আর এই ভোট চোর সরকারকে চাইনা। জনগণ এই সরকারের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই এখনো সময় আছে আপনারা সংশধন হন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে ছাড়া এই বাংলায় আর ভোট চুরি করে ক্ষমতায় আসা যাবেনা। তানাহলে এদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভোট চোরদের প্রতিহত করা হবে।

দামুড়হুদা থানা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মোকাররম হোসেন, দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম তনু, জেলা বিএনপির সদস্য সালমা জাহান পারুল, দামুড়হুদা থানা বিএনপি’র সিঃ সহসভাপতি আ: ওয়াহেদ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম। দামুড়হুদা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক ইকরামুল হক।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ

আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম।

দামুড়হুদা থানা যুবদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, দামুড়হুদা থানা ছাত্র দলের সভাপতি আফজালুল হক সবুজ, সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহাম্মেদসহ থানা ও ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় নেতার মুক্তির দাবীতে মেহেরপুর জেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক আবদুল মোনায়েম মুন্নার সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মেহেরপুর জেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল ৪ টার দিকে শহরের বড় বাজার এলাকায় জেলা বিএনপি’র অপর অংশের কার্যালয় থেকে শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভ মিছিলটি একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিক্লেয়ারের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি নেতা অ্যাড. মোকলেছুর রহমান স্বপন, সাবেক ছাত্রনেতা ইকবাল হোসেন, যুবদল নেতা আশাদুল ইসলাম, হাসানুর রহমান বিট্টু, মনিরুল ইসলাম মনি, সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান বিপলু, যুবদল নেতা আশাদুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, ফারদুল, ফুর্তি, মিছেল, সোহাগ,সালমান, মুজিবনগর উপজেলা যুবদল নেতা সিরাজুল ইসলাম, ইদ্রিস সহ অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মিছিল থেকে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি গ্রেফতার

নাশকতার মামলায় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হুসাইনসহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার (১৬ জুন) বিকাল ৪ টার দিকে গাংনী পৌর এলাকার আখ সেন্টার পাড়া এলাকায় ছাত্রদলের মিছিল থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বামন্দীতে নাশকতার মামলায় নাজমুল হুসাইনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এদিকে নাজমুল হুসাইনকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, পুলিশের এই ন্যাক্কারজনক আচরনের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। একটি শান্তিপ্রিয় মিছিল থেকে জেলা ছাত্র দলের সভাপতি নাজমুল হুসাইনকে আটক করেছে পুলিশ। তাকে মিথ্যা নাশকতার মামলার আসামি হিসেবে চালান দিচ্ছেন। তিনি নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

সারাদেশে বিদ্যুৎ এর ভয়াবহ লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ খাতে সীমাহীন দূর্নীতির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ

মিছিল, অবস্থান কর্মসূচী ও মেহেরপুর বিদ্যুৎ অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করা হয়েছে।
কর্মসূচীর নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভূট্টো, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস প্রমুখ।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪২ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করেছে মেহেরপুর শহর বড়বাজার জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এই আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের সঞ্চালনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক অ্যাড.নজরুল ইসলাম, জেলা যুবদল নেতা ইসমাইল হোসেন, যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আজাদুল হক, সাবেক ছাত্রনেতা মিন্টু, ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় শহরের কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপির আয়োজনে শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহাফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরা।

সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ বলেন, সরকারের পদত্যাগ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ইভিএম, ব্যালট বুঝিনা। অনতিবিলম্বে সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ববধায়ক সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চায় আমরা।

এসময় বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরা আলোচনা সভা ও দোয়া মাহাফিল কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

মেহেরপুরে ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতা আটক/৬টি ককটেল উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ায় অভিযান চালিয়ে জেলা ছাত্রদল নেতা নাহিদ মাহবুব সানি (৩০) ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা তারেক হোসেন ওরফে কালুকে আটক করে পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে ৬ টি ককটেল উদ্ধার করেছে বলে দাবী পুলিশের।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শহরের শেখপাড়ার একটি পরিত্যক্ত চায়ের দোকানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে সদর থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ৪ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক শেখপাড়া এলাকার মোতালেব হোসেনের ছেলে মো: তারেক হোসেন ওরফে কালু ও শহরের বড়বাজার এলাকার মৃত সাইদ মাহবুব জামানের ছেলে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি।

পুলিশ জানায়, ঘটনার সময় শেখপাড়া পরিত্যাক্ত একটি চায়ের দোকানের সামনে বিএনপির ১০থেকে ১২ জন লোক নাশকতার উদ্দ্শে্যে সরকার বিরোধী মিটিং করছিল। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) কেএম রেজাউল করিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ককটেলগুলো ফেলে রেখে সবাই পালিয়ে গেলেও দুই জন আটক হন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, নাশকতার অভিযোগে সন্ত্রাস দমণ আইনে ৬ জন এজাহার নামীয় ও অজ্ঞাত ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে আটকদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন, মিথ্যা ও সাজানো মামলায় বিরোধীদের দমন পিড়নে ব্যস্ত পুলিশ। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েঅনতিবিলম্বে এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন তিনি।

মেহেরপুর বিএনপির রাজনৈতিক হালচাল

বিএনপির প্রথম এবং শেষ ভাবনা সরকারের পদত্যাগ, অবৈধ সংসদ বাতিল এবং জনগণের আকাংখা দল নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে জাতীয় নির্বাচন। মানুষের ভাত ও ভোটের রাজনীতি করছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। এমন কথা জানালেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন।

অপরদিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির অপর অংশের নেতা জেলা বিএনপির আলমগীর খান ছাতু বলেন, “মাসুদ অরুন, আমজাদ, আমজাদ ও মাসুদ অরুন” এই দু ব্যক্তিই মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিগত ত্রিশ বছর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ দখল করে আছেন। এই দুজনের বাইরে কখনো কেউ পদে আসতে পারেনি। এছাড়া শেষ কমিটির বয়স ১০ বছর হলেও এখন পর্যন্ত এই কমিটি ◌্একটি পরিচিত সভাও করতে পারেনি। তাছাড়া আমরা সংস্কার পন্থিদের বাদ দিয়েই বিএনপির রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে চাই।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির রাজনীতি নিয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ নানা কথা তুলে ধরেছেন। বিএনপির বিভিন্ন স্তুরের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য নিয়েই আজকের আয়োজন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন, আমার সাথে জেলা বিএনপির সহসভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ আহম্মেদ, যুগ্ম সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি হুজাইফা ডিক্লার, জিয়া মঞ্চের জেলা আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম ও জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেনসহ ছাত্রদলের বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী তাদের সাথে রয়েছে বলে দাবী করেন তিনি।

বিএনপির পেশাজীবি সংগঠন “শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের’ ভারপ্রাপ্ত মহামসচিব ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য জাকির হোসেন বলেন, জেলা বিএনপির মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগীতা আছে। তবে, সংকটকালীন সময়ে বিএনপির সকল নেতাকর্মী এক সাথে কাজ করেন।

জেলা বিএনপির অফিস কেন্দ্রীক রাজনৈতিক কর্মসূটি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান ফ্যাসিষ্ট সরকারের আমলে কোনো কর্মসূচি পালনের জন্য অনুমতি নিতে গেলে তারা আমাদের অনুমতি দেয়না। বাধা দেয় সকল কর্মসূচিতে। তাই, আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। যেকোনো কর্মসূচিতে বাধা দেয়।

ভোটের আগে আপনাকে রাজনীতির মাঠে দেখা যায়, বাকী সময়গুলোতে আপনাকে পাওয়া যায়না প্রশ্নের জবাবে জাকির হোসেন বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে থাকার কারনে স্থানীয় রাজনীতিতে আমি সময় দিতে পারিনি। আমি বিএনপির কেন্দ্রীয় কোনো নেতা না হলেও বিএনপির পেশাজীবি সংগঠনের ব্যানারে সারা বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

জাকির হোসেন বলেন, গতানুগতিক রাজনীতির বাইরে আমার নিজস্ব কিছু দর্শন আছে। সেই দর্শনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের মানুষের জীবন মানের প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হবে। যা অতিতে কেউ এটা করে উঠতে পারেনি।

মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে বিএনপির অংশ বিএনপির মুল আদর্শের সাথে নেই। যেই কারণে, মেহেরপুর জেলা বিএনপি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জেলা বিএনপি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় যারা তৃণমুলের রাজনীতিতে আছেন তারা সব সময় একটা বেকায়দার মধ্যে থাকেন। বিএনপির সহযোগী সংগঠণ হিসেবে জিয়া মঞ্চের সাথে যারা রয়েছেন তারাও বিপদের মধ্যে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় নেতারা আসলে সব কর্মসূচি এক সাথে করতে হয়। তখন তাদের নির্দেশেই মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, জেলা বিএনপির কমিটিতে প্রায় ৩’শ নেতা কর্মী রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ৫/৬ জন লোক এক সাথে চলে। এটাকে বিএনপির বিভক্তি বলা যায়না। বিএনপি তৃণমুল নেতাকর্মীর দল। স্থানীয় কর্মীরাই তাদের নেতা ঠিক করেন। মাসুদ অরুনের নেতৃত্বাধীনে জেলার হাজার হাজার লোক এক সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। গুটি কয়েক লোক নেতৃত্ব দিচ্ছে, সাথে কিছু খুচরা লোকজন আছেন। আমরা তাদের সেভাবেই দেখিনা।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আসলে তাদের আমরা ডাকি। তখন তারা আমাদের সাথে এসে কর্মসূচি পালন করে থাকেন। আলাদা করে রাজনৈতিক কর্মসূচি

হয়েছে। শত শত বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, নির্যাতন ও বেআইনীভাবে গ্রেফতার হয়রানি ও কারা নির্যাতন করা হয়েছে। জনগণের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্ছিত করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির ১৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

গ্রেপ্তারকৃত সহকর্মীদের দেখতে গিয়ে আটক হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু। আজ শনিবার সকালে থানা প্রাঙ্গণ থেকে তাকে আটক করা হয় বলে দাবি করে স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

এছাড়াও ২০২২ সালের নাশকতা মামলায় আটক করা হয়েছে উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলামসহ এর বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আরো ১৬ নেতাকর্মীকে। এঘটনায় তিব্র নিন্দা জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন- জিল্লুর রহমান ওল্টু (৫৬), রফিকুল ইসলাম (৪২), উজ্জ্বল হোসেন (৩৫), আব্দুল আলিম (৩৬), রাজু (৩০), মোখলেস রহমান মিলন (৪৫), সাফায়েত হোসেন (৩৭), ইফতেখারুল ইসলাম (২৯), শফিকুল আজম (৩৭), জহুরুল ইসলাম বেনজির আহমেদ স্বপন (৪৫), নাসির উদ্দিন (৪৫), ওবায়দুর রহমান বেল্টু (৩৩), সাইফুর রহমান (৪৪), ইকতার (৪৫), দেলোয়ার হোসেন ঝন্টু (৪৩), আমিনুল ইসলাম
(৫৭) ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগে অত্র থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইকবাল হোসেন বাদি হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামীদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাশকতা সংশ্লিষ্ট মামলায়

গতকাল শনিবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। এখন পর্যন্ত এই মামলায় ৩৩ জনের মত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুর ইসলাম।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে নাশকতা মামলা রয়েছে। রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

১০ দফা দাবি আদায়ে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তিসহ ১০ দফা দাবি আদায়, গায়েবি মামলায় নির্বিচারে গ্রেফতার, মিথা মামলা ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেছে জেলা বিএনপি।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বি’এন’পির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক এমপি ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এ্যড. জয়নাল আবেদিন। বিশেষ বক্তা ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আলমগীর খান ছাতু, যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য জাকির হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ হাসান বিজনসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন, এদেশের জনগন এখন আর আওয়ামীলীগের সাথে নেই। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অধীনস্থ আদালত ও

পুলিশ এখন আর মানেনা। মেহেরপুর হ সারা দেশ থেকে ঢাকা অভিমুখে পদযাত্রা করে সরকারের পতন ঘটানো হবে। ২০১৮ সালের মত নির্বাচন এ দেশে আর হবে না, জনগনই প্রতিহত করবে। আর তারেক রহমান রাজার বেশে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন,’জনগনের সংগ্রাম শুরু হয়েছে আজকের এই ১৯ তারিখে। লড়ায়ের মধ্য দিয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যে এই সরকারের পতন ঘটানো হবে।’